গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.৩৭.০২৭.১৭- ৬০৫ তারিখঃ ৭ -০৯-২০১৭

বিষয়ঃ ফাষ্টফুড আইটেমে কাঁচা কাঁঠাল/ সবজীকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী "কাঁচা কাঁঠালের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও রপ্তানী উৎসাহিত করার জন্য বিপণন ব্যবস্থায় বেসরকারী খাতকে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য" কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

০২। কাঁঠাল বাংলাদেশে এটি জনপ্রিয় ও জাতীয় ফল। মৌসুমে প্রচুর পরিমান কাঁঠাল উৎপাদিত হলেও এর বাণিজ্যিক ও বহুমূখী ব্যবহার না থাকায় এ ফলটির উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং কৃষক তার উপযুক্ত মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ কাঁঠালের বহুমূখী ও বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে এর কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার অভাবনীয় সুযোগ রয়েছে। পৃথিবীর উন্নত ও অধিকতর উন্নয়নশীল অনেক দেশ কাঁচা কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

০৩। আধুনিক কালে ফাস্টফুড বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উন্নত ও পশ্চিমা দেশের ন্যায় বর্তমান সময়ে ফাষ্টফুডে বহুল ব্যবহৃত ভেজিটেবল মিট হিসেবে কাঁচা কাঁঠালের ব্যবহারের রেসিপি সংগ্রহপূর্বক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে একদিকে বাংলাদেশের বহুল উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বহুমূখী ব্যবহারের পাশিপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং দেশের জনগোষ্টির একটি বড় অংশ কাঁচা কাঁঠালকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে গ্রহণ করবে। তাই ফাস্টফুড প্রস্তুতকরণে কাঁচা কাঁঠালকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের লিডিং ফাষ্টফুড প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

০৪। কাঁচা কাঁঠাল/সবজি ব্যবহার করে বিভিন্ন মুখরোচক খাবার প্রস্তুত ও বিপণনের মাধ্যমে ভেজিটেবল মিটকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আপনার/ আপনাদের সহযোগিতা ও খাদ্যাভাস পরিবর্তনে নতুন এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।

বর্ণিতাবস্থায়, কাঁচা কাঁঠালের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বৃদ্ধিতে আপনার প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মোঃ মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯১১৪৩১০
e-mail: dg@dam.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণঃ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অ্যামেরিকা বার্গার, মেট্রোপলিটন শপিং প্লাজা, দোকান ২১-২২, রোড ৪৬, গুলশান-২ ঢাকা।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজা হাট, সাউথ এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্গার ওয়ার্ল্ড, ৫৬, গুলশান এভিনিউ, রোড-১৩২, গুলশান-১, ঢাকা।
০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হেলভেশিয়া ফাষ্ট ফুড, ১৬, কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লা-বাম্বা লিমিটেড, ধানমন্ডি, জাবেদা কমপ্লেক্স, হাউজ ৯৯, রোড-১১/এ, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেএফসি, দক্ষিণ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।

০৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইয়াম্মি ইয়াম্মি, মনিপুরীপাড়া, ১৪৭/এ/২, এয়ারপোর্ট রোড, মনিপুরিপাড়া, ঢাকা।

০৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফএফসি, ১৬৯, দক্ষিন গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২ ঢাকা।

০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজা ইন, হাউজ # ৭৪, রোড # ১২৭, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।

১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্যালিফোর্নিয়া ফ্রাইড চিকেন, ধানমন্ডি, হাউজ-৮৭, রোড ১২/এ, দক্ষিণ আবাহনী মাঠ, ধানমন্ডি, আর/এ, ঢাকা ১২০৬।

১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফ্রাইডেজ ফাষ্ট ফুড লিঃ, ৬৬,গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২।

১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সস্ লিস, সুরিটুলা বিল্ডিং, ১২/সি, গুলশান এভিনিউ, গুলশান ২, ঢাকা।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রিজম প্যালেস, আমির কমপ্লেক্স, প্লট-৪৩, ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়ে, সেকশান-৩, উত্তরা কমারসিয়াল এরিয়া, ঢাকা।

১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েষ্টার্ণ গ্রীল, ১৪৯/গ/১, শাহআলীবাগ, মিরপুর-২, ঢাকা ১২১৬।

১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্পাইসি পিকেল, ৯/৮, আলম টাওয়ার, রুপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা।

১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,বিএফসি, বাড়ি নং-৯২, রোড নং ৪০/৮, গুলশান নর্থ এভিনিউ, ঢাকা-১২১২।

১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্গার কিং, বাড়ি নং-১০৪, রোড নং ১১, ব্লক-সি, বনানী ,ঢাকা-১২১৩।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।